

💵 ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)

বিভাগ/অধ্যায়ঃ বিভিন্ন ছালাতের পরিচয় (صفة صلوات متفرقة) রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

১. বিতর ছালাত (صلاة الوتر)

বিতর ছালাত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ।[1] যা এশার ফরয ছালাতের পর হ'তে ফজর পর্যন্ত সুন্নাত ও নফল ছালাত সমূহের শেষে আদায় করতে হয়।[2] বিতর ছালাত খুবই ফ্যীলতপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাড়ীতে বা সফরে কোন অবস্থায় বিতর ও ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত পরিত্যাগ করতেন না।[3]

'বিতর' অর্থ বেজোড়। যা মূলতঃ এক রাক'আত। কেননা এক রাক'আত যোগ না করলে কোন ছালাতই বেজোড় হয় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'রাতের নফল ছালাত দুই দুই (مَثْنَى مَثْنَى) প্র অতঃপর যখন তোমাদের কেউ ফজর হয়ে যাবার আশংকা করবে, তখন সে যেন এক রাক'আত পড়ে নেয়। যা তার পূর্বেকার সকল নফল ছালাতকে বিতরে পরিণত করবে'।[4] অন্য হাদীছে তিনি বলেন, الْفِرُ رَكْعَةٌ مِّنْ آخِرِ اللَّيْلِ 'বিতর রাত্রির শেষে এক রাক'আত মাত্র'।[5] আয়েশা (রাঃ) বলেন, وَكَانَ يُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক রাক'আত দারা বিতর করতেন'। [6]

রাতের নফল ছালাত সহ বিতর ১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১ ও ১৩ রাক'আত পর্যন্ত (وَلاَ بِأَكْثَرُ مِنْ ثَلاَثَ عَشْرَة) পড়া যায় এবং তা প্রথম রাত্রি, মধ্য রাত্রি, ও শেষ রাত্রি সকল সময় পড়া চলে।[7] যদি কেউ বিতর পড়তে ভুলে যায় অথবা বিতর না পড়ে ঘুমিয়ে যায়, তবে স্মরণ হ'লে কিংবা রাতে বা সকালে ঘুম হ'তে জেগে উঠার পরে সুযোগ মত তা আদায় করবে।[8] অন্যান্য সুন্নাত-নফলের ন্যায় বিতরের কাযাও আদায় করা যাবে।[9] তিন রাক'আত বিতর একটানা ও এক সালামে পড়াই উত্তম।[10] ৫ রাক'আত বিতরে একটানা পাঁচ রাক'আত শেষে বৈঠক ও সালাম সহ বিতর করবে। [11] সাত ও নয় রাক'আত বিতরে ছয় ও আট রাক'আতে প্রথম বৈঠক করবে। অতঃপর সপ্তম ও নবম রাক'আতে শেষ বৈঠক করে সালাম ফিরাবে।[12]

<u>কুনৃত</u> (القنوت) :

' কুনৃত' অর্থ বিন্ম আনুগত্য। কুনৃত দু'প্রকার। কুনৃতে রাতেবাহ ও কুনৃতে নাযেলাহ। প্রথমটি বিতর ছালাতের



শেষ রাক'আতে পড়তে হয়। দ্বিতীয়টি বিপদাপদ ও বিশেষ কোন যক্তররী কারণে ফরয ছালাতের শেষ রাক'আতে পড়তে হয়। বিতরের কুনূতের জন্য হাদীছে বিশেষ দো'আ বর্ণিত হয়েছে।[18] বিতরের কুনূত সারা বছর পড়া চলে।[19] তবে মাঝে মধ্যে ছেড়ে দেওয়া ভাল। কেননা বিতরের জন্য কুনূত ওয়াজিব নয়। [20] দো'আয়ে কুনূত রুকূর আগে ও পরে[21] দু'ভাবেই পড়া জায়েয আছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

اًنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَّدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ، متفق عليه -'রাস্লুল্লাহ (ছাঃ) যখন কারো বিরুদ্ধে বা কারো পক্ষে দো'আ করতেন, তখন রুকুর পরে কুনৃত পড়তেন…।[22] ইমাম বায়হাকী বলেন,

رُوَاةُ الْقُنُوْتِ بَعْدَ الرُّكُوْعِ أَكْثَرُ وَأَحْفَظُ وَعَلَيْهِ دَرَجَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ ـ

'রুক্র পরে কুনৃতের রাবীগণ সংখ্যায় অধিক ও অধিকতর স্মৃতিসম্পন্ন এবং এর উপরেই খুলাফায়ে রাশেদ্বীন আমল করেছেন'। [23] হযরত ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আনাস, আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী থেকে বিতরের কুনৃতে বুক বরাবর হাত উঠিয়ে দো'আ করা প্রমাণিত আছে।[24]কুনৃত পড়ার জন্য রুক্র পূর্বে তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় দু'হাত উঠানো ও পুনরায় বাঁধার প্রচলিত প্রথার কোন বিশুদ্ধ দলীল নেই।[25] ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞেস করা হ'ল যে, বিতরের কুনৃত রুক্র পরে হবে, না পূর্বে হবে এবং এই সময় দো'আ করার জন্য হাত উঠানো যাবে কি-না। তিনি বললেন, বিতরের কুনৃত হবে রুক্র পরে এবং এই সময় হাত উঠিয়ে দো'আ করবে।[26] ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন, বিতরের কুনৃতের সময় দু'হাতের তালু আসমানের দিকে বুক বরাবর উঁচু থাকবে। ইমাম ত্বাহাবী ও ইমাম কার্খীও এটাকে পসন্দ করেছেন।[27] এই সময় মুক্তাদীগণ 'আমীন' 'আমীন' বলবেন।[28]

দো'আয়ে কুনৃত (دعاء قنوت الوتر) :

হাসান বিন আলী (রাঃ) বলেন যে, বিতরের কুনূতে বলার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে নিম্নোক্ত দো'আ
শিখিয়েছেন ৷-

ٱللَّهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيَّتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِىْ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ، وَ لاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّــ

উচ্চারণ: আল্লা-হুস্মাহদিনী ফীমান হাদায়তা, ওয়া 'আ-ফিনী ফীমান 'আ-ফায়তা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লায়তা, ওয়া বা-রিকলী ফীমা 'আ'ত্বায়তা, ওয়া কিনী শাররা মা কাযায়তা; ফাইন্নাকা তাকযী ওয়া লা ইয়ুক্যা 'আলায়কা, ইন্নাহূ লা ইয়াযিল্লু মাঁও ওয়া-লায়তা, ওয়া লা ইয়া'ইযঝু মান্ 'আ-দায়তা, তাবা-রকতা রব্বানা ওয়া তা'আ-লায়তা, ওয়া ছাল্লাল্লা-হু 'আলান্ নাবী'।[29]

জামা'আতে ইমাম ছাহেব ক্রিয়াপদের শেষে একবচন…'নী'-এর স্থলে বহুবচন…. 'না' বলতে পারেন।[30] অনুবাদ : হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে সুপথ দেখিয়েছ, আমাকে তাদের মধ্যে গণ্য করে সুপথ দেখাও। যাদেরকে তুমি মাফ করেছ, আমাকে তাদের মধ্যে গণ্য করে মাফ করে দাও। তুমি যাদের অভিভাবক হয়েছ, তাদের মধ্যে গণ্য করে আমার অভিভাবক হয়ে যাও। তুমি আমাকে যা দান করেছ, তাতে বরকত দাও। তুমি যে ফায়ছালা করে রেখেছ, তার অনিষ্ট হ'তে আমাকে বাঁচাও। কেননা তুমি সিদ্ধান্ত দিয়ে থাক, তোমার বিরুদ্ধে কেউ সিদ্ধান্ত দিতে



পারে না। তুমি যার সাথে বন্ধুত্ব রাখ, সে কোনদিন অপমানিত হয় না। আর তুমি যার সাথে দুশমনী কর, সে কোনদিন সম্মানিত হ'তে পারে না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি বরকতময় ও সর্বোচ্চ। আল্লাহ তাঁর নবীর উপরে রহমত বর্ষণ করুন'।

দো'আয়ে কুনৃত শেষে মুছল্লী 'আল্লাহু আকবার' বলে সিজদায় যাবে।[31] কুনূতে কেবল দু'হাত উঁচু করবে। মুখে হাত বুলানোর হাদীছ যঈফ।[32] বিতর শেষে তিনবার সরবে 'সুবহা-নাল মালিকিল কুদ্দুস' শেষদিকে দীর্ঘ টানে বলবে'।[33] অতঃপর ইচ্ছা করলে বসেই সংক্ষেপে দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করবে এবং সেখানে প্রথম রাক'আতে সূরা যিলযাল ও দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা কাফেরূণ পাঠ করবে।[34]

উল্লেখ্য যে, اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغُفِرُك वाल्ला-হুম্মা ইয়া নাস্তা ঈনুকা ওয়া নাস্তাগফিরুকা...' বলে বিতরে যে কুনূত পড়া হয়, সেটার হাদীছ 'মুরসাল' বা যঈফ।[35] অধিকন্ত এটি কুনূতে নাযেলাহ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, কুনূতে রাতেবাহ হিসাবে নয়।[36] অতএব বিতরের কুনূতের জন্য উপরে বর্ণিত দো'আটিই সর্বোত্তম। [37] ইমাম তিরমিয়ী বলেন, لاَ نَعْرِفُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُنُوْتِ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا (ছাঃ) থেকে কুনূতের জন্য এর চেয়ে কোন উত্তম দো'আ আমরা জানতে পারিনি'।[38]

কুনুতে নাযেলাহ (قنوت النازلة) :

যুদ্ধ, শক্রর আক্রমণ প্রভৃতি বিপদের সময় অথবা কারুর জন্য বিশেষ কল্যাণ কামনায় আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে বিশেষভাবে এই দো'আ পাঠ করতে হয়। 'কুনূতে নাযেলাহ' ফজর ছালাতে অথবা সব ওয়াক্তে ফরয ছালাতের শেষ রাক'আতে রুকূর পরে দাঁড়িয়ে 'রববানা লাকাল হাম্দ' বলার পরে দু'হাত উঠিয়ে সরবে পড়তে হয়। [39] কুনূতে নাযেলাহর জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে নির্দিষ্ট কোন দো'আ বর্ণিত হয়নি। অবস্থা বিবেচনা করে ইমাম আরবীতে[40] দো'আ পড়বেন ও মুক্তাদীগণ 'আমীন' 'আমীন' বলবেন। [41] রাসূল (ছাঃ) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তি বা শক্তির বিরুদ্ধে এমনকি এক মাস যাবৎ একটানা বিভিন্নভাবে দো'আ করেছেন।[42] তবে হযরত ওমর (রাঃ) থেকে এ বিষয়ে একটি দো'আ বর্ণিত হয়েছে। যা তিনি ফজরের ছালাতে পাঠ করতেন এবং যা বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে দৈনিক পাঁচবার ছালাতে পাঠ করা যেতে পারে। যেমন-

ٱللَّهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَلِّفْ بَیْنَ قُلُوْبِهِمْ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَیْنِهِمْ ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، اَللَّهُمَّ الْعَنِ الْكَفَرَةَ الَّذِیْنَ یَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِكَ وَیُكَذِّبُوْنَ رُسُلُكَ وَیُقَاتِلُوْنَ أَوْلِیَاءَكَ، اَللَّهُمَّ خَلَافْ بَیْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وَأَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِيْ لاَ تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِیْنَ۔

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাগফির লানা ওয়া লিল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনা-তি ওয়াল মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমা-তি, ওয়া আল্লিফ বায়না কুল্বিহিম, ওয়া আছলিহ যা-তা বায়নিহিম, ওয়ানছুরহুম 'আলা 'আদুউবিকা ওয়া 'আদুউবিহিম। আল্লা-হুম্মাল'আনিল কাফারাতাল্লাযীনা ইয়াছুদ্না 'আন সাবীলিকা ওয়া ইয়ুকাযযিবূনা রুসুলাকা ওয়া ইয়ুকা-তিলূনা আউলিয়া-আকা। আল্লা-হুম্মা খা-লিফ বায়না কালিমাতিহিম ওয়া ঝালঝিল আক্কদা-মাহুম ওয়া আনঝিল বিহিম বা'সাকাল্লাযী লা তারুদ্হু 'আনিল কাউমিল মুজরিমীন।

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এবং সকল মুমিন-মুসলিম নর-নারীকে ক্ষমা করুন। আপনি তাদের অন্তর সমূহে মহববত পয়দা করে দিন ও তাদের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসা করে দিন। আপনি তাদেরকে আপনার ও তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! আপনি কাফেরদের উপরে লা'নত করুন। যারা আপনার



রাস্তা বন্ধ করে, আপনার প্রেরিত রাসূলগণকে অবিশ্বাস করে ও আপনার বন্ধুদের সাথে লড়াই করে। হে আল্লাহ! আপনি তাদের দলের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে দিন ও তাদের পদসমূহ টলিয়ে দিন এবং আপনি তাদের মধ্যে আপনার প্রতিশোধকে নামিয়ে দিন, যা পাপাচারী সম্প্রদায় থেকে আপনি ফিরিয়ে নেন না'।[43]

অতঃপর প্রথমবার বিসমিল্লাহ... সহ ইন্না নাস্তা'ঈনুকা এবং দ্বিতীয়বার বিসমিল্লাহ... সহ ইন্না না'বুদুকা ...বর্ণিত আছে।[44]

উল্লেখ্য যে, উক্ত 'কুনূতে নাযেলাহ' থেকে মধ্যম অংশটুকু অর্থাৎ ইন্না নাস্তা'ঈনুকা ... নিয়ে সেটাকে 'কুনূতে বিতর' হিসাবে চালু করা হয়েছে, যা নিতান্তই ভুল। আলবানী বলেন যে, এই দো'আটি ওমর (রাঃ) ফজরের ছালাতে কুনূতে নাযেলাহ হিসাবে পড়তেন। এটাকে তিনি বিতরের কুনূতে পড়েছেন বলে আমি জানতে পারিনি।[45]

ফুটনোট

- [1] . ফিরুহুস সুনাহ ১/১৪৩; নাসাঈ হা/১৬৭৬; মির'আত ২/২০৭; ঐ, ৪/২৭৩-৭৪; শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী, হুজ্জাতুল্লা-হিল বা-লিগাহ ২/১৭।
- [2] . ফিরুহুস সুন্নাহ ১/১৪৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৯২-৯৩।
- [3] . ইবনুল কাইয়িম, যা-দুল মা'আ-দ (বৈরূত: মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২৯ সংস্করণ, ১৪১৬/১৯৯৬) ১/৪৫৬।
- وَا بْنِ عُمْرَ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى . [4] عَنِ ابْنِ عُمْرَ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصَّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصَّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَقَدْ مَلَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِي أَحَدُكُمُ الصَّبْحَ صَلَلَى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِي أَحَدُكُمُ الصَّبْحَ صَلَاةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ وَالْحَدُةُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله
- [5] . মুসলিম, মিশকাত হা/১২৫৫।
- [6] . ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২৮৫।
- [7] . ফিকহুস সুন্নাহ ১/১৪৫; আবুদাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২৬৩-৬৫; মুব্তাফারু 'আলাইহ, মিশকাত হা/১২৬১।
- [৪] . তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ মিশকাত হা/১২৬৮, ১২৭৯; নায়ল ৩/২৯৪, ৩১৭-১৯, মির'আত ৪/২৭৯।



- [9] . ফিরুহুস সুন্নাহ ১/১৪৮; নায়লুল আওত্বার ৩/৩১৮-১৯।
- [10] . মির'আত ৪/২৭৪; হাকেম ১/৩০৪ পৃঃ।
- [11] . মুত্তাফারু 'আলাইহ, মিশকাত হা/১২৫৬; মির'আত ৪/২৬২।
- [12] . মুসলিম, মিশকাত হা/১২৫৭; বায়হাকী ৩/৩০; মির'আত ৪/২৬৪-৬৫।
- [13] . নায়লুল আওত্বার ৩/২৯৬; মির'আত ৪/২৫৯।
- [14] . মিরকাত ৩/১৬০-৬১, ১৭০; মির'আত হা/১২৬২, ১২৬৪, ১২৭৩ -এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্যঃ ৪/২৬০-৬২, ২৭৫।
- [15] . দারাকুৎনী হা/১৬৩৪-৩৫; সনদ ছহীহ।
- [16] . হাকেম ১/৩০৫, আবুদাউদ, দারেমী, মিশকাত হা/১২৬৯, ১২৭২।
- [17] . নাসাঈ হা/১৭০১, 'ক্নিয়ামুল লাইল' অধ্যায়-২০, অনুচ্ছেদ-৩৭; মির'আত ৪/২৬০।
- [18] . তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২৭৩।
- [19] . প্রাণ্ডক্ত, মিশকাত হা/১২৭৩; মির'আত ৪/২৮৩; ফিরুহুস সুন্নাহ ১/১৪৬।
- [20] . আবুদাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১২৯১-৯২ 'কুনৃত' অনুচ্ছেদ-৩৬; মির'আত ৪/৩০৮।
- [21] . মুত্তাফাৰু 'আলাইহ, মিশকাত হা/১২৮৯; ইবনু মাজাহ হা/১১৮৩-৮৪, মিশকাত হা/১২৯৪; মির'আত ৪/২৮৬-৮৭; ফিৰুহুস সুন্নাহ ১/১৪৭; আলবানী, কিয়ামু রামাযান পৃঃ ২৩।
- [22] . মুত্তাফারু 'আলাইহ, মিশকাত হা/১২৮৮।
- [23] . বায়হাকী ২/২০৮; তুহফাতুল আহওয়াযী (কায়রো : ১৪০৭/১৯৮৭) হা/৪৬৩-এর আলোচনা দ্রস্টব্য, ২/৫৬৬ পৃঃ।
- [24] . বায়হাকী ২/২১১-১২; মির'আত ৪/৩০০; তুহফা ২/৫৬৭।
- [25] . ইরওয়াউল গালীল হা/৪২৭; মির'আত ৪/২৯৯, 'কুনূত' অনুচ্ছেদ-৩৬।



- [26] . তুহফা ২/৫৬৬; মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, মাসআলা নং ৪১৭-২১।
- [27] . মির আত ৪/৩০০ পৃঃ।
- [28] . মির আত ৪/৩০৭; ছিফাত ১৫৯ পৃঃ; আবুদাউদ, মিশকাত হা/১২৯০।
- [29] . সুনানু আরবা'আহ, দারেমী, মিশকাত হা/১২৭৩ 'বিতর' অনুচ্ছেদ-৩৫; ইরওয়া হা/৪২৯, ২/১৭২। উল্লেখ্য যে, কুনূতে বর্ণিত উপরোক্ত দো'আর শেষে 'দরদ' অংশটি আলবানী 'যঈফ' বলেছেন। তবে ইবনু মাসঊদ, আবু মূসা, ইবনু আববাস, বারা, আনাস প্রমুখ ছাহাবী থেকে বিতরের কুনূত শেষে রাসূলের উপর দরদ পাঠ করা প্রমাণিত হওয়ায় তিনি তা পাঠ করা জায়েয হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন -ইরওয়া ২/১৭৭, তামামুল মিয়াহ ২৪৬; ফিক্কহুস সুন্নাহ ১/১৪৭)। ছাহেবে মির'আত বলেন, ইবনু আবী আছেম ও ছাহেবে মিরক্কাত বলেন, ইবনু হিববান বর্ণিত কুনূতে وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ إِلَيْكَ وَنَتُوْبُ إِلَيْكَ مَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ اللهُ اللهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ اللهُ وَلَاهُ وَلَاهُ اللهُ وَلَاهُ اللهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ اللهُ وَلَاهُ وَلَا لَاللهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَا وَلَاهُ وَلَا وَلَاهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَاهُ وَلَا وَلَاهُ وَلَا وَلَاهُ وَلَا وَلَا

তবে দো'আয়ে কুনূতের শেষে ইস্তেগফার সহ যেকোন দো'আ পাঠের ব্যাপারে অধিকাংশ বিদ্বান মত প্রকাশ করেছেন। কেননা আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) কুনূতে কখনো একটি নির্দিষ্ট দো'আ পড়তেন না, বরং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দো'আ পড়েছেন (দ্রঃ আলী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ আবুদাউদ, তিরমিয়ী প্রভৃতি, মিশকাত হা/১২৭৬; মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ২৩/১১০-১১; মির'আত ৪/২৮৫; লাজনা দায়েমাহ, ফৎওয়া নং ১৮০৬৯; মাজমূ' ফাতাওয়া উছায়মীন, ফৎওয়া নং ৭৭৮-৭৯)। তাছাড়া যেকোন দো'আর শুরুতে হাম্দ ও দরূদ পাঠের বিষয়ে ছহীহ হাদীছে বিশেষ নির্দেশ রয়েছে (আহমাদ, আবুদাউদ হা/১৪৮১; ছিফাত পৃঃ ১৬২)। অতএব আমরা 'ইস্তেগফার' সহ যেকোন দো'আ ও 'দরূদ' দো'আয়ে কুনুতের শেষে পড়তে পারি।

- [30] . আহমাদ, ইরওয়া হা/৪২৯; ছহীহ ইবনু হিববান হা/৭২২; শায়খ আব্দুল আযীয় বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া, প্রশ্নোত্তর সংখ্যা : ২৯০, ৪/২৯৫ পৃঃ।
- [31] . আহমাদ, নাসাঈ হা/১০৭৪; আলবানী, ছিফাতু ছালা-তিন্নবী, ১৬০ পৃঃ।
- [32] . ফিকহুস সুনাহ ১/১৪৭; যঈফ আবুদাঊদ হা/১৪৮৫; বায়হাকী, মিশকাত হা/২২৫৫ -এর টীকা; ইরওয়াউল গালীল হা/৪৩৩-৩৪, ২/১৮১ পৃঃ।
- [33] . নাসাঈ হা/১৬৯৯ সনদ ছহীহ।
- [34] . আহমাদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২৮৪, ৮৫, ৮৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৯৩।
- [35] . মারাসীলে আবুদাউদ হা/৮৯; বায়হাকী ২/২১০; মিরকাত ৩/১৭৩-৭৪; মির'আত ৪/২৮৫।



- [36] . ইরওয়া হা/৪২৮-এর শেষে, ২/১৭২ পৃঃ।
- [37] . মির'আত হা/১২৮১-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য, ৪/২৮৫ পৃঃ।
- [38] . তুহফাতুল আহওয়াযী হা/৪৬৩-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য, ২/৫৬৪ পৃঃ; বায়হাকী ২/২১০-১১।
- [39] . মুত্তাফার্ক 'আলাইহ, আবুদাউদ, মিশকাত হা/১২৮৮-৯০; ছিফাত ১৫৯; ফিরুহুস সুন্নাহ ১/১৪৮-৪৯।
- [40] . মুসলিম, মিশকাত হা/৯৭৮, 'ছালাতে অসিদ্ধ ও সিদ্ধ কর্ম সমূহ' অনুচ্ছেদ-১৯; মির'আত হা/৯৮৫-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য, ৩/৩৪২ পৃঃ; শাওকানী, আসসায়লুল জার্রার ১/২২১।
- [41] . আবুদাউদ, মিশকাত হা/১২৯০; মির'আত ৪/৩০৭; ছিফাত ১৫৯ পৃঃ।
- [42] . মুত্তাফারু 'আলাইহ, আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১২৮৮-৯১।
- [43] . বায়হাকী ২/২১০-১১। বায়হাকী অত্র হাদীছকে 'ছহীহ মওছূল' বলেছেন।
- [44] . বায়হাকী ২/২১১ পৃঃ I
- [45] . ইরওয়াউল গালীল হা/৪২৮, ২/১৭২ পৃঃ।

• Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=9236

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন